মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা, খাবার বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের ভূমি অফিসপাড়ায় পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখা কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ বারী ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, “শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম প্রবর্তক। দেশের সংকটময় সময়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ও কর্মময় জীবন নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, “জিয়াউর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।”

আলোচনা সভা শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। পরে উপস্থিত নেতাকর্মী ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পৌর বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা ও ফসল নষ্টের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা মাঠে ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা, ফসল নষ্ট, ভাঙচুর ও চুরির অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী ইস্তাদুল হক অভিযোগ করেছেন, দুর্বৃত্তরা তার ১০ কাঠা জমির কলাগাছ কেটে দিয়েছে। একই সঙ্গে ১২ কাঠা জমিতে আবাদ করা পাট ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশক প্রয়োগ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। এছাড়া তার ব্যবহৃত স্যালো মেশিন ভাঙচুর করে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে গেছে।

গত ২৯ মে সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা মাঠে এ ঘটনা ঘটে বলে তিনি দাবি করেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৯ নম্বর দক্ষিণ শালিকা মৌজায় ক্রয়কৃত জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা, ফসল নষ্ট, ভাঙচুর, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ করে আসছেন ইস্তাদুল হক।

তিনি জানান, দক্ষিণ শালিকা মৌজার আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক, আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মূল মালিক ছিলেন তাহাজ উদ্দিন শেখ। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে মেয়ে সায়রা খাতুন, আমিরুন্নেসা এবং ছেলে আখতারুল ওই জমির মালিক ও দখলদার হন। পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নম্বর রেজিস্ট্রি কবলা দলিলমূলে মোট ৪০ শতক জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন ইস্তাদুল হক।

তার দাবি, জমি ক্রয়ের পর থেকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে জমি ভোগদখল করে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে কলা ও পাটের চাষ রয়েছে।

ইস্তাদুল হক অভিযোগ করেন, সালাম ও আলতাফের কু-পরামর্শে কদর আলী, জাইদুল ও ছাকাত দীর্ঘদিন ধরে তার ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে কদর আলী ২০১৩ সালে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে একটি মামলা দায়ের করলেও ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট চূড়ান্ত শুনানি শেষে বাদীর অনুপস্থিতিতে আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মামলায় পরাজিত হওয়ার পরও প্রতিপক্ষরা বিভিন্নভাবে তাকে হয়রানি করে আসছে। ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর তার গম ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশক স্প্রে করে ফসলের ক্ষতি করা হয়। এছাড়া চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি জমির সব কলাগাছ কেটে ফেলা হয়।

এ ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলা বর্তমানে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। মামলার নম্বর দেং-৩৩/২৬।

উল্লেখ্য, এর আগেও দক্ষিণ শালিকা মৌজার একই জমি নিয়ে ফসল কর্তন, জমি দখলে বাধা এবং হত্যার হুমকির অভিযোগে কদর আলী, জাইদুল ও ছাকাতের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন ইস্তাদুল হক।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসকের সঙ্গে গণিউল আজমের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা) হিসেবে পদায়নপ্রাপ্ত মেহেরপুরের কৃতী সন্তান ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা পরিষদ কার্যালয়ে জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তারা জেলার উন্নয়ন, পর্যটন খাতের সম্ভাবনা এবং মেহেরপুরের অগ্রগতিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় উভয়ে একে অপরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “গণিউল আজমের এ গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন মেহেরপুরবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।”

ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম বলেন, “মেহেরপুর আমার জন্মভূমি। দেশের

পাশাপাশি জেলার উন্নয়ন ও সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা করার চেষ্টা করব।”

গাংনীতে গণপিটুনিতে চোর চক্রের এক সদস্যের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রাকের টায়ার চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) ভোরে উপজেলার বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনের সামনে অবস্থিত খোকনের টায়ারের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

টায়ার ব্যবসায়ী তুষার আহমেদ জানান, ভোরের দিকে ৪ থেকে ৫ জনের একটি চোর চক্র তার দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে টায়ার চুরির চেষ্টা করে। পাশের কক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পেয়ে তিনি দ্রুত দোকানে যান।

তিনি বলেন, “দোকানে গিয়ে চোর চক্রের এক সদস্যকে পেছন থেকে ধরে ফেলি এবং চিৎকার শুরু করি। আমার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ সময় চক্রের অন্য সদস্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপে উঠে পালিয়ে যায়। তবে আটক যুবকটি পালাতে ব্যর্থ হয়।”

তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয় লোকজন ওই যুবককে মারধর করে। একপর্যায়ে সে গুরুতর আহত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

সভাপতি ফাহিম, সম্পাদক নিরব

মেহেরপুর মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬-২০২৭ বর্ষের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত উদ্যোগে এ কমিটি গঠিত হয়।

শহরের সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এক সভায় নতুন কমিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ফয়সাল মাহমুদ ফাহিম এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী জাবেদ বিন আলম নিরব সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএমএ’র সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম, ডা. মাহফুজুর রহমান রতন, ডা. খায়রুজ্জামান পিনু, ডা. শাদমান সাকিব নাহিদ, ডা. আব্দুল্লাহ আল মারুফ, ডা. মাহবুবুর রহমান ও ডা. জান্নাতুন নাঈম সজীব।

বিএমএ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক ডা. ওবায়দুল ইসলাম, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. শাহরিয়ার মাহমুদ রিজভী এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ডা. হাবিবুর রহমান নয়নের স্বাক্ষরে ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি অনুমোদন ও ঘোষণা করা হয়।

কমিটিতে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ফয়সাল মাহমুদ ফাহিমকে সভাপতি এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী জাবেদ বিন আলম নিরবকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

এছাড়া মো. রেদওয়ান সেখ রিফাত, তন্নী খাতুন ও সিনিয়া ইসলাম নেহাকে সহ-সভাপতি, রেজানুর রহমান রেজা ও সুমাইয়া আক্তার উর্মীকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং আসাদুজ্জামান হাসিবকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে।

সংগঠনটি জেলার মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীদের একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করে তাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে একসঙ্গে কাজ

করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

দিনে ভর্তি গড়ে চার’শ, অধিকাংশের জ্বর-শ্বাসকষ্ট

জনবলসংকট, চিকিৎসক স্বল্পতা এবং অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা।

সরকারি কাগজপত্রে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তবে এখানে জনবল কাঠামো মাত্র ১০০ শয্যার। ফলে প্রতিদিন চারশোরও বেশি রোগীর চাপ সামলাতে হচ্ছে অপ্রতুল জনবল দিয়ে।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে দেখা গেছে, হাসপাতালে ২৫০টি শয্যা থাকলেও হাসপাতালের মেঝে ও বারান্দাতেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ২৫০ শয্যার বিপরীতে হাসপাতালে ভর্তি আছে ৪০০ রোগী। এর সঙ্গে একজন রোগীর সঙ্গে রয়েছেন আরও দুই থেকে তিনজন স্বজন। ফলে হাসপাতাল লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৩২৭ রোগী। এর মধ্যে শুধু পুরুষ ওয়ার্ডেই ভর্তি রয়েছে ১৩৪ রোগী। ১০০ শয্যার বিপরীতে চিকিৎসকের পদ আছে ৪১টি। এর মধ্যে কর্মরত আছেন ২৯ জন।

তবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে চিকিৎসক না থাকায় চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। সিনিয়র মেডিসিন কনসালটেন্টের পদ শূন্য রয়েছে। একজন অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন, ঈদের আগে জরুরিভাবে তার বদলি হয়ে গেছে। ফলে মেজর অপারেশন বন্ধ রয়েছে। ২ জন শিশু কনসালটেন্টের বিপরীতে আছেন একজন জুনিয়র কনসালটেন্ট, ৭ জন মেডিকেল অফিসারের বিপরীতে আছেন মাত্র ২ জন। অফিস সহায়কের ৪টি পদই শূন্য। অ্যাম্বুলেন্স ৩টি থাকলেও চালক মাত্র ১ জন। ৫ শয্যার আইসিইউ ওয়ার্ড আছে, কিন্তু আইসিইউর জন্য নির্ধারিত জনবল নেই।

সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন তার বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন দুই দিন। বেড না পেয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন বারান্দায়।

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন উজুলপুর গ্রামের আব্দুর রহিম। তিনি জানান, ঈদের ছুটি থাকায় ঠিকমতো ডাক্তার আসেননি। তবে আজ সকালে ডাক্তার দেখে গেছেন।

হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবিকা স্বপ্না খাতুন জানান, ঈদের দিন রাত থেকে রোগীর চাপ বেড়েছে। শ্বাসকষ্ট, বুকব্যথা, পেটব্যথাসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছেন।

গতকাল সোমবার পুরুষ ওয়ার্ডে রোগী দেখছিলেন কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজিস্ট) কাজল আলী। তিনি জানান, “পুরুষ ওয়ার্ডের অধিকাংশ রোগী শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। রোগীভেদে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে শ্বাসকষ্টের রোগীদের অধিকাংশই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধূমপানে আসক্ত হওয়ায় তাদের এ সমস্যা বেশি দেখা দিচ্ছে।”

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. সাজ্জাৎ হোসেন বলেন, “আমি মাত্র দুই মাস হলো এখানে এসেছি। তারপরও গত মাসে হাসপাতালের জনবলসংকট নিয়ে অধিদপ্তরে চিঠি লিখেছি, ভিডিও কনফারেন্সেও বলেছি। নতুন পদায়ন দেওয়া তো দূরের কথা, এখান থেকে চিকিৎসক বদলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক পদায়ন করা হলে মেহেরপুরবাসী এ হাসপাতাল থেকে ভালো চিকিৎসাসেবা পাবে এবং আমরাও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পারব।”

মেহেরপুরের কৃতী সন্তান সৈকত রুশদী কানাডায় পেলেন অসামান্য সম্মাননা

মেহেরপুরের কৃতী সন্তান, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও সংগঠক সৈকত রুশদী কানাডায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ

অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

কানাডার টরন্টো শহরে অনুষ্ঠিত ‘টরন্টো বাংলা বইমেলা ২০২৬’ এর দুই দশক পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে এই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। মহানগরীর স্কারবরোতে জৈন সোসাইটি অব টরন্টোর মিলনায়তনে আয়োজিত বইমেলার দ্বিতীয় দিনে উদ্যোক্তা ও আহ্বায়ক সাদী আহমেদ, টরন্টো বাংলা বইমেলার উদ্যোক্তা, তাঁর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

সম্মাননা গ্রহণ করে সৈকত রুশদী জানান, লেখক হিসেবে নয়, বরং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একজন সংগঠক হিসেবে এই স্বীকৃতি পাওয়াকে তিনি বিশেষভাবে মূল্যবান মনে করেন। সম্মাননাপত্রে উল্লেখ করা হয়, ‘টরন্টো বাংলা বইমেলা এবং কানাডায় বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রবর্তনা স্মারক সৈকত রুশদীকে প্রদান করা হলো।’

দীর্ঘ ৪৭ বছরের কর্মজীবনে তিনি মূলত মুদ্রণ ও সম্প্রচারমাধ্যমে সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। পাশাপাশি প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে নীরবে কাজ করে চলেছেন।

এবারের সম্মাননায় আরও ভূষিত হন নাট্যজন মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ দুলাল, চলচ্চিত্র আন্দোলনের পুরোধা মনীষ রফিক, সাংবাদিক গাজী সালাহউদ্দীন মাহমুদ মীম, বাচিকশিল্পী ও সংগঠক এলিনা মিতা এবং বাচিকশিল্পী হিমাদ্রী রায়। এছাড়া সম্মাননা পায় টরন্টো ফিল্ম সোসাইটি ও বাচনিক।

সম্মাননা প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় সৈকত রুশদী বলেন, এই স্বীকৃতি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন নয়; বরং প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে যারা নিরলসভাবে কাজ করছেন, তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টারই স্বীকৃতি।

মেহেরপুরবাসীর পক্ষ থেকে সৈকত রুশদীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাঁর এই অর্জন প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে কর্মরত সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, আখেরুজ্জামান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনাসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক জীবন, দেশের স্বাধীনতা, উন্নয়ন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। তারা তাঁর আদর্শ ধারণ করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নিখোঁজের ৩৮ বছর পর বাড়িতে ফিরলেন জবেদ আলী

নিখোঁজের ৩৮ বছর পর নিজ জন্মভিটায় ফিরে এসেছেন জবেদ আলী (৬৬)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে ৩৮ বছর আগে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

জবেদ আলী মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের বামন্দী ক্যাম্পপাড়া গ্রামের মৃত তোফাজ্জল মণ্ডলের ছেলে।

স্বজনরা জানান, ১৯৮৮ সালে হঠাৎ করে পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে চার বছর বয়সী ছেলে জাহাঙ্গীর আলম ও স্ত্রী রুশিয়া খাতুনকে বাড়িতে রেখে তিনি নিখোঁজ হন। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন খোঁজ না পেয়ে স্বজনরা ধরে নিয়েছিলেন, জবেদ আলী হয়তো আর বেঁচে নেই।

হঠাৎ আজ সোমবার ৩৮ বছর পর বৃদ্ধ জবেদ আলী ফিরে আসেন তার জন্মভিটা বামন্দীতে।

প্রথমে জবেদ আলীকে দেখে তার স্ত্রী রুশিয়া খাতুন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে চিৎকার করে ওঠেন। পরে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জবেদ আলীর ফিরে আসার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গ্রাম ও আশপাশের এলাকার মানুষ তাকে একনজর দেখতে তার বাড়িতে ভিড় করেন।

জবেদ আলীর স্ত্রী রুশিয়া খাতুন বলেন,

“আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে চার বছর বয়সী ছেলে জাহাঙ্গীর ও আমাকে বাড়িতে রেখে তিনি পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে চলে যান। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। কত কবিরাজের কাছে গেছি, কত মান্নত করেছি। তারপরও তার কোনো খোঁজ মেলেনি। আজ হঠাৎ আমার সোনার ধন আমার বুকে ফিরে এসেছে। আল্লাহ আমার কথা শুনেছেন। আমার ছেলে জাহাঙ্গীর এখন বিদেশে থাকে। সে তার বাবার ফিরে আসার খবর শুনে দেশে আসতে চাইছে। এই দীর্ঘ সময়ে এত আনন্দ কখনও পাইনি।”

জবেদ আলীর চাচাতো ভাই বক্কার আলী বলেন,

“ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, জবেদ আলী একজন ভালো লাঠিখেলোয়াড় ছিলেন। পাশাপাশি তিনি গ্রামের যাত্রাপালার মঞ্চ কাঁপানো অভিনেতাও ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অভিমান করে ৩৮ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকজন সব জায়গায় খোঁজ করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। তাকে খুঁজতে খুঁজতে তার মা ও দাদি দুজনেই মারা গেছেন। তার ছেলে এখন বিদেশে থাকে। হঠাৎ আজ জবেদ আলী পরিবারের কাছে ফিরে এসেছেন। তাকে দেখতে গ্রামের মানুষ ভিড় করছেন।”